**প্যাসেজ ১:রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতিচেতনা**

**রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জগতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর যোগ। তাঁর কবিতায় নদী, আকাশ, গ্রামবাংলার দৃশ্য, ফুল-পাখি শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে। প্রকৃতি তাঁর কাছে কখনো আনন্দের উৎস, কখনো দুঃখের সান্ত্বনা, কখনো বা জীবনের মহাসত্যের প্রতীক। "প্রকৃতি আমার প্রকৃত আত্মা" — রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, তাঁর কাছে প্রকৃতি কেবল বাহ্যদৃশ্য নয়, মানুষের অন্তর্লোকের প্রতিফলন। শিশুর হাসিতে যেমন তিনি বসন্তের মাধুর্য খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি মৃত্যুপর্বতেও তিনি দেখেছেন প্রকৃতির অন্তহীন চক্র। তাঁর প্রকৃতিচেতনা কেবল কবিতার অলঙ্কার নয়, বরং এক জীবনদর্শন। এ কারণেই পাঠক তাঁর কবিতায় প্রকৃতিকে দেখে—কখনো অন্তরের সঙ্গী, কখনো জীবনের শিক্ষক। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ মানে শুধু প্রকৃতি-বর্ণনা নয়, বরং মানবজীবনের গভীরতর সত্যের সন্ধান।**

প্রশ্নাবলি

**i) মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতি কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য**

**কারণ (ক): প্রকৃতি তাঁর কাছে জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা নয়**

**কারণ (খ): প্রকৃতিকে তিনি অন্তর্লোকের প্রতিফলন বলেছেন**

a) (ক) সঠিক, (খ) ভুল

b) (ক) ভুল, (খ) সঠিক

c) (ক) ও (খ) উভয়ই সঠিক

d) (ক) ও (খ) উভয়ই ভুল

**ii) লেখক "প্রকৃত আত্মা" কথাটির মাধ্যমে কী বোঝাতে চেয়েছেন?**

a) প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাথের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু

b) প্রকৃতি কেবল অলঙ্কার

c) প্রকৃতি মানে শিশুর হাসি

d) প্রকৃতি দুঃখের প্রতীক

**iii) কোনটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার সারকথা প্রকাশ করে?**

a) প্রকৃতি কেবল বর্ণনার বিষয়

b) প্রকৃতি এক জীবনদর্শন

c) প্রকৃতি শুধু গ্রামীণ সৌন্দর্যের প্রতীক

d) প্রকৃতি কবিতার ছন্দ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়

**iv) মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতি মানে জীবনের শিক্ষক**

a) মন্তব্য ঠিক, কারণ প্রকৃতি তাঁকে সত্য উপলব্ধি করিয়েছে

b) মন্তব্য ভুল, কারণ প্রকৃতি কেবল আনন্দ দিয়েছে

c) মন্তব্য আংশিক সঠিক, কারণ প্রকৃতি শুধু দুঃখে সান্ত্বনা দিয়েছে

d) মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক, কারণ প্রকৃতি নিয়ে কোনো আলোচনা নেই

**v) লেখক কী শিক্ষা দিতে চেয়েছেন?**

a) রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ভালোবাসতেন

b) কবিতা মানে প্রকৃতি-বর্ণনা

c) প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা মানে জীবনকে বোঝা

d) প্রকৃতিকে উপভোগ না করলে কবিতা বোঝা যায় না

**প্যাসেজ ২ : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও যুবসমাজ**

**সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজকের যুবসমাজের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে খবর পায়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, এমনকি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও খুঁজে পায়। কিন্তু এই সুবিধার আড়ালেই লুকিয়ে আছে নানা সমস্যা। ভার্চুয়াল জনপ্রিয়তার মোহে অনেকেই বাস্তব জীবনের সম্পর্ককে অবহেলা করছে। একদিকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাড়লেও অন্যদিকে ভুয়ো খবর ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যও ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। অতিরিক্ত ব্যবহার মানসিক চাপ, একাকিত্ব এবং আসক্তি তৈরি করছে। অনেক তরুণ-তরুণী নিজেদের পরিচয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের লাইক-কমেন্টে মাপতে শিখছে। তবে এও সত্য যে এই মাধ্যম মানুষকে বিশ্বব্যাপী যুক্ত করেছে, নতুন চিন্তার আদান-প্রদান ঘটাচ্ছে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে একেবারে নেতিবাচক বা ইতিবাচক বলে বিচার করা যায় না; বরং এর ব্যবহারই নির্ধারণ করে এর মূল্য।**

**i) মন্তব্য : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শুধু ক্ষতিকর**

**কারণ (ক): এটি মানুষকে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে**

**কারণ (খ): এটি মানুষকে বিশ্বব্যাপী যুক্ত করে**

a) (ক) সঠিক, (খ) ভুল

b) (ক) ভুল, (খ) সঠিক

c) (ক) ও (খ) উভয়ই ভুল

d) (ক) ও (খ) উভয়ই সঠিক

**ii) লেখকের মতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মূল সমস্যা কী?**

a) খরচ বেশি

b) ভুয়ো খবর ও আসক্তি

c) যোগাযোগের অসুবিধা

d) কর্মসংস্থানের অভাব

**iii) "লাইক-কমেন্টে পরিচয় মাপা" কথাটি কী বোঝায়?**

a) মানুষ নিজের মূল্যায়নকে ভার্চুয়াল জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করছে

b) মানুষ বাস্তব জীবনে আত্মসমালোচনা করছে

c) মানুষ কেবল বই পড়ছে

d) মানুষ একে অপরকে সাহায্য করছে

**iv) মন্তব্য : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একেবারেই অপ্রয়োজনীয়**

a) মন্তব্য সঠিক, কারণ এটি সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে

b) মন্তব্য ভুল, কারণ এটি অনেক সুবিধা দিয়েছে

c) মন্তব্য আংশিক সঠিক, কারণ এটি কেবল কিছু মানুষের ক্ষতি করছে

d) মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এর কোনো আলোচনা নেই

**v) লেখক কী শিক্ষা দিতে চেয়েছেন?**

a) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করা দরকার

b) এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হলে তবেই উপকারী

c) এটি মানুষের জীবনে কোনো গুরুত্ব নেই

d) বাস্তব সম্পর্কের বিকল্প এটি হতে পারে না

**প্যাসেজ ৩: বিজ্ঞান ও নৈতিকতা**

**বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনে অসংখ্য সুবিধা এনে দিয়েছে—চিকিৎসা, পরিবহন, যোগাযোগ থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা পর্যন্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার মানুষের কল্যাণ বয়ে আনলেও তার অপব্যবহারও ভয়ংকর হতে পারে। যেমন, পারমাণবিক শক্তি একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আশীর্বাদ, আবার অন্যদিকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে মানবসভ্যতার জন্য অভিশাপ।তাই প্রশ্ন ওঠে—বিজ্ঞান কি নিজে নিরপেক্ষ, নাকি এর সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক থাকা উচিত? বিজ্ঞানীদের অনেকেই বলেন, বিজ্ঞান কেবল জ্ঞান দেয়, কিন্তু সেই**

**জ্ঞানের ব্যবহার মানুষকেই ঠিক করতে হয়। তবে ইতিহাস সাক্ষী, যখন বিজ্ঞানকে কেবল প্রযুক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে, তখনই মানবতার জন্য বিপর্যয় নেমে এসেছে। অতএব, বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক না কেন, সেটিকে নৈতিকতার ছায়াতলে রাখতে না পারলে তা একদিন মানুষের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে।**

**i) মন্তব্য : বিজ্ঞান স্বয়ং অভিশাপ**

**কারণ (ক): পারমাণবিক শক্তি যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে**

**কারণ (খ): বিজ্ঞান নৈতিকতার অধীন নয়**

a) (ক) সঠিক, (খ) ভুল

b) (ক) ভুল, (খ) সঠিক

c) (ক) ও (খ) উভয়ই সঠিক

d) (ক) ও (খ) উভয়ই ভুল

**ii) লেখকের মতে বিজ্ঞানের প্রকৃত সমস্যা কোথায়?**

a) মানুষের ব্যবহার পদ্ধতিতে

b) আবিষ্কার কম হওয়ায়

c) বিজ্ঞানীরা দায়িত্বশীল নন বলে

d) নৈতিকতার অস্তিত্ব নেই বলে

**iii) "বিজ্ঞান নিরপেক্ষ" কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**

a) বিজ্ঞান মানুষের ইচ্ছেমতো ব্যবহারযোগ্য

b) বিজ্ঞান সর্বদা ক্ষতিকর

c) বিজ্ঞান মানবতার জন্য নয়

d) বিজ্ঞান নিজে ভালো বা খারাপ নয়

**iv) মন্তব্য : বিজ্ঞানকে নৈতিকতার ছায়াতলে রাখা জরুরি**

a) মন্তব্য সঠিক, কারণ না হলে তা মানুষের বিরুদ্ধেই যাবে

b) মন্তব্য ভুল, কারণ নৈতিকতার প্রয়োজন নেই

c) মন্তব্য আংশিক সঠিক, কারণ কেবল চিকিৎসায় নৈতিকতা দরকার

d) মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি

**v) লেখাটির মূল উদ্দেশ্য কী?**

a) বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করা

b) বিজ্ঞানকে পুরোপুরি অভিশাপ বলা

c) বিজ্ঞানের সঙ্গে নৈতিকতার যোগের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো

d) বিজ্ঞানীদের সমালোচনা করা

**প্যাসেজ ৪: স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষা**

**ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, বরং ছিল আত্মত্যাগ, ঐক্য ও সাহসের এক বিশাল পাঠশালা। নানা জাতি, ধর্ম ও ভাষার মানুষ একসাথে দাঁড়িয়েছিল একটি লক্ষ্য সামনে রেখে—শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন দেশ গড়া। অনেকে বলেছিলেন, ব্রিটিশদের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা সম্ভব নয়। তবু অসংখ্য সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ালে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। আজ আমরা স্বাধীন, কিন্তু সেই সংগ্রামের শিক্ষা ভুলে গেলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যাবে। আজও দরকার ঐক্যের, আজও দরকার আত্মত্যাগের—শুধু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। তাই স্বাধীনতা কেবল অতীতের ঘটনা নয়; এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিশারি।**

**i) মন্তব্য : স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল**

**কারণ (ক): মানুষ কেবল শাসক বদলের জন্য লড়েছিল**

**কারণ (খ): এতে আত্মত্যাগ ও ঐক্যের শিক্ষা ছিল না**

a) (ক) সঠিক, (খ) ভুল

b) (ক) ভুল, (খ) সঠিক

c) (ক) ও (খ) উভয়ই সঠিক

d) (ক) ও (খ) উভয়ই ভুল

**ii) লেখক স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন দিককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন?**

a) রাজনৈতিক নেতৃত্ব

b) আত্মত্যাগ ও ঐক্য

c) বিদেশি শক্তি দুর্বল হওয়া

d) কেবল জয়ের আনন্দ

**iii) "অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়" কথাটি কোন সত্যকে প্রকাশ করে?**

a) সাম্রাজ্যবাদ টেকসই নয়

b) সত্য ও ন্যায়ের শক্তি অপরাজেয়

c) ব্রিটিশরা দুর্বল ছিল

d) স্বাধীনতা সহজ ছিল

**iv) মন্তব্য : স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল অতীতের ইতিহাস**

a) মন্তব্য সঠিক, কারণ এর বর্তমান প্রভাব নেই

b) মন্তব্য ভুল, কারণ এটি আজও দিশারি

c) মন্তব্য আংশিক সঠিক, কারণ কেবল কিছু শিক্ষা প্রযোজ্য

d) মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক

**v) লেখক কী শিক্ষা দিতে চেয়েছেন?**

a) স্বাধীনতা সংগ্রাম একেবারেই ভুলে যেতে হবে

b) স্বাধীনতার মানে কেবল ব্রিটিশদের হারানো

c) স্বাধীনতার শিক্ষা বর্তমানেও প্রযোজ্য

d) স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিনের ঘটনা

**প্যাসেজ ৫: ভোগবাদ ও মানবিকতা**

**আজকের ভোগবাদী সমাজে মানুষ প্রায়ই বস্তুগত সুখকেই জীবনের আসল লক্ষ্য মনে করে। বিজ্ঞাপন, বাজার ও প্রতিযোগিতা মানুষকে শেখাচ্ছে—অধিক অর্থ, অধিক সম্পদই সুখের উৎস। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, বস্তুগত প্রাচুর্য থাকলেও মানুষের মনে শূন্যতা থেকে যায়। সম্পর্ক ভঙ্গুর হয়, একাকিত্ব বাড়ে।অন্যদিকে, যাঁরা কম পেয়েও মানবিক সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরেন, তাঁরা অনেক বেশি পরিতৃপ্ত। কারণ প্রকৃত সুখ আসে পারস্পরিক সহানুভূতি, বিশ্বাস ও ভাগাভাগি থেকে। ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়ই সাক্ষী যে ভোগবাদের পথ মানুষকে স্বার্থপর করে, আর মানবিকতার পথ মানুষকে পূর্ণ মানুষ করে তোলে।তাই আজকের সমাজে প্রশ্ন উঠছে—আমরা কি ভোগবাদকে বেছে নেব, নাকি মানবিকতার আলোকে জীবনকে দেখব? উত্তরটি নির্ভর করছে প্রতিটি মানুষের সিদ্ধান্তের উপর।**

**i) মন্তব্য : ভোগবাদই প্রকৃত সুখ দেয়**

**কারণ (ক): অধিক অর্থ-সম্পদ মানুষকে সব সমস্যার সমাধান দেয়**

**কারণ (খ): সম্পর্ক ও সহানুভূতির কোনো প্রয়োজন নেই**

a) (ক) সঠিক, (খ) ভুল

b) (ক) ভুল, (খ) সঠিক

c) (ক) ও (খ) উভয়ই সঠিক

d) (ক) ও (খ) উভয়ই ভুল

ii) **লেখকের মতে প্রকৃত সুখ কোথায়?**

a) ভোগবাদের প্রতিযোগিতায়

b) মানবিক সম্পর্ক, বিশ্বাস ও ভাগাভাগিতে

c) অধিক সম্পদের মালিকানায়

d) বিজ্ঞাপন ও বাজারে

**iii) ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়েই কোন সত্য প্রকাশ পেয়েছে?**

a) ভোগবাদ মানুষকে গর্বিত করে

b) ভোগবাদ মানুষকে স্বার্থপর করে

c) ভোগবাদ মানুষকে স্বাধীন করে

d) ভোগবাদ সমাজকে শক্তিশালী করে

**iv) মন্তব্য : মানবিকতার আলোকে জীবনই পরিপূর্ণ জীবন**

a) মন্তব্য ঠিক, কারণ এটি সম্পর্কের ভিত মজবুত করে

b) মন্তব্য ভুল, কারণ সুখ কেবল সম্পদে

c) মন্তব্য আংশিক সঠিক, কারণ মানবিকতা কেবল দরিদ্রদের জন্য

d) মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক

**v) লেখক কী শিক্ষা দিতে চেয়েছেন?**

a) ভোগবাদ ছাড়া সুখ সম্ভব নয়

b) মানবিকতাই প্রকৃত সুখের উৎস

c) ভোগবাদ ও মানবিকতা একই জিনিস

d) সুখ নির্ভর করে সম্পদের পরিমাণে

**প্যাসেজ ৬: শহুরে উন্নয়ন ও পরিবেশ**

---

**আজকের সভ্য সমাজে শহুরে উন্নয়ন একদিকে যেমন মানুষের জীবনযাত্রাকে আধুনিক করেছে, অন্যদিকে পরিবেশের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। বহুতল অট্টালিকা, প্রশস্ত সড়ক, বিদ্যুৎবাতির ঝলকানি নিঃসন্দেহে জীবনকে আরামদায়ক করেছে। কিন্তু একইসাথে কংক্রিটের জঙ্গল মানুষের স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। একদিকে কর্মসংস্থান ও শিল্পকারখানা শহরকে আকর্ষণীয় করে তুলছে, অপরদিকে সেই কারখানা থেকেই নির্গত ধোঁয়া ও বর্জ্য পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। শহুরে পরিকল্পনায় সবুজের উপস্থিতি থাকলেও তা প্রায়শই কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। ফলে নাগরিক সমাজ এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভুগছে—আরামের খোঁজে উন্নয়ন চাইছে, অথচ সেই উন্নয়নই অস্বস্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।**

**i) মন্তব্য : শহুরে উন্নয়ন দ্বিমুখী প্রভাব ফেলছে**

**কারণ (ক): উন্নয়ন যেমন আরাম দেয়, তেমনই পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে**

**কারণ (খ): উন্নয়ন কেবল শিল্পের বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ**

a) (ক) সঠিক, (খ) ভুল

b) (ক) ভুল, (খ) সঠিক

c) (ক) ও (খ) উভয়ই সঠিক

d) (ক) ও (খ) উভয়ই ভুল

**ii) লেখকের মতে শহুরে উন্নয়নের মূল বৈপরীত্য কী?**

a) কর্মসংস্থান বাড়লেও মানুষ অলস হয়ে যায়

b) সবুজের উপস্থিতি কমে গিয়ে স্বাস্থ্যের সমস্যা তৈরি হয়

c) উন্নয়ন আরামের খোঁজে হলেও অস্বস্তি তৈরি করে

d) বিদ্যুতের ঝলকানি মানুষকে বিভ্রান্ত করে

**iii) লেখক "কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ" কথাটি দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন?**

a) শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেয় না

b) সরকার পরিবেশ নিয়ে ভাবেনি

c) শিল্পোদ্যোগের প্রসার থেমে গেছে

d) নাগরিকরা উন্নয়ন মানতে চায় না

**iv) মন্তব্য : শহুরে উন্নয়ন সম্পূর্ণ নেতিবাচক**

a) মন্তব্য ঠিক, কারণ পরিবেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হচ্ছে

b) মন্তব্য ভুল, কারণ উন্নয়নের ইতিবাচক দিকও আছে

c) মন্তব্য আংশিক সঠিক, কারণ উন্নয়ন শুধু কিছু মানুষের জন্য উপকারী

d) মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক, কারণ উন্নয়ন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি

**v) লেখাটির মূল উদ্দেশ্য হলো—**

a) শহুরে উন্নয়নকে গৌরবমণ্ডিত করা

b) শিল্পকারখানার প্রসার বর্ণনা করা

c) পরিবেশের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করা

d) নাগরিকদের অলসতার সমালোচনা করা

**উত্তর**

প্যাসেজ ১: রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতিচেতনা

i) B) (ক) ভুল, (খ) সঠিক
ii) A) প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাথের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু
iii) B) প্রকৃতি এক জীবনদর্শন
iv) a) মন্তব্য ঠিক, কারণ প্রকৃতি তাঁকে সত্য উপলব্ধি করিয়েছে
iv) C) প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা মানে জীবনকে বোঝা

প্যাসেজ ২: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও যুবসমাজ

i) D) (ক) ও (খ) উভয়ই সঠিক
ii) B) ভুয়ো খবর ও আসক্তি
iii) A) মানুষ নিজের মূল্যায়নকে ভার্চুয়াল জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করছে
iv) b) মন্তব্য ভুল, কারণ এটি অনেক সুবিধা দিয়েছে
iv) B) এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হলে তবেই উপকারী

প্যাসেজ ৩: বিজ্ঞান ও নৈতিকতা

i) A) (ক) সঠিক, (খ) ভুল
ii) A) মানুষের ব্যবহার পদ্ধতিতে

iii) D) বিজ্ঞান নিজে ভালো বা খারাপ নয়

iv) a) মন্তব্য সঠিক, কারণ না হলে তা মানুষের বিরুদ্ধেই যাবে

iv) C) বিজ্ঞানের সঙ্গে নৈতিকতার যোগের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো

প্যাসেজ ৪: স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষা

i) D) (ক) ও (খ) উভয়ই ভুল

ii) B) আত্মত্যাগ ও ঐক্য

iii) B) সত্য ও ন্যায়ের শক্তি অপরাজেয়

iv) b) মন্তব্য ভুল, কারণ এটি আজও দিশারি

iv) C) স্বাধীনতার শিক্ষা বর্তমানেও প্রযোজ্য

প্যাসেজ ৫: ভোগবাদ ও মানবিকতা

i) D) (ক) ও (খ) উভয়ই ভুল

ii) B) মানবিক সম্পর্ক, বিশ্বাস ও ভাগাভাগিতে

iii) B) ভোগবাদ মানুষকে স্বার্থপর করে

iv) a) মন্তব্য ঠিক, কারণ এটি সম্পর্কের ভিত মজবুত করে

iv) B) মানবিকতাই প্রকৃত সুখের উৎস

প্যাসেজ ৬: শহুরে উন্নয়ন ও পরিবেশ

i) A) (ক) সঠিক, (খ) ভুল

ii) C) উন্নয়ন আরামের খোঁজে হলেও অস্বস্তি তৈরি করে

iii) A) শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেয় না

iv) b) মন্তব্য ভুল, কারণ উন্নয়নের ইতিবাচক দিকও আছে

iv) C) পরিবেশের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করা